দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 04 JUN 1989 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

101

এখন হুমকির মুখে।

১৯৭৬ সনে ৬ বিঘা খাস জমির উপরে এই কমপ্লেক্সের গোড়াপত্তন হয়। স্থানীয় সচেতন মানুষদের কঠোর পরিশ্রমে উদ্যোগটি ধীরে ধীরে শাখা মেলতে থাকে। মহিলাদের স্ব-উপার্জনে সক্ষম করে তোলার জন্য হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় মহিলা পরিদফতর ও চিকিৎসায় লায়ন্স ক্লাবের সহায়তা এবং পুকুরে মাছের চাষ ও একটি প্রাইমারী ও হাই স্কুলের মতো জনহিতকর মহতি প্রচেষ্টা ক্রমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

ভূমি সচিব, জেলা প্রশাসক এবং শিক্ষা পরিদফতরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তা পর্যবেক্ষণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং স্কুলের জন্য উল্লিখিত খাস জমি বরাদ্দের আশ্বাসও দেন।

কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষীচক্র প্রতিষ্ঠানটির এ সাফল্য মেনে নেয়নি। বরং একে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। স্কুল প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে নিয়োজিত লোকজন তাদের প্রতি হিংসার শিকার হয়। চলে নানা-রকম অত্যাচার। থানা পুলিশের রেকর্ডেই তাঁর প্রমাণ মিলবে। ইদানীং উক্ত চক্র আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাঁরা উক্ত স্কুলের জমি আত্মসাতের দুঃসাহসও দেখাচ্ছে।

অসহায় সীমিত আয়ের মানুষদের এ সম্পদটিকে রক্ষা করার জন্য মহানুভব কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।

—চেঙ্গিস খান,
মোল্লার টেক/উত্তরা,
ঢাকা মহানগর।

গাওয়াইর শিক্ষা কমপ্লেক্সকে রক্ষা করা হোক

উত্তরা থানাধীন গাওয়াইরস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এখন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির চক্রান্তে এখানকার কর্মতৎপরতা ইতিমধ্যে বহুবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ইদানীং তা চরমে পৌঁছেছে। প্রায় সাত শত ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া এবং চারশত মহিলা শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থান